ব্রজ রহে জ্ঞানশূন্য গুরু-আরোপেতে।।
ব্রজ তাহা নাহি জানে নাহি বাক্য স্মৃতি।
ঠাকুরাণী কহিলেন ঠাকুরের প্রতি।।
"আমি যাহা কহি তাহা নাকি করে গ্রাহ্য।
এ শিষ্য রাখিয়া তব হবে কোন কার্য্য?
গৃহস্থের বাড়ী থাকে নাহি জ্ঞান বাহ্য।
মিছা এ'রে খেতে দেওয়া শীঘ্র কর ত্যজ্য"।।
পাগলা স্বভাব ব্রজ নৈষ্ঠিক আচারে।
ঠাকুরাণী সেইভাব বুঝিতে না পারে।।
ঠাকুরাণী কথা শুনি ঠাকুর ভুলিল।
ব্রজনাথে বলে যেতে ব্রজ না উঠিল।।
ব্রজভাবে মত্ত ব্রজ অঙ্গভঙ্গী করে।
নির্বোধ ভাবিল ব্রজ ব্যঙ্গ করে মোরে।।
ক্রোধ ভরে ব্রজ'পরে রুষিল ঠাকুর।
পাদুকা আঘাত দণ্ড করিল প্রচুর।।
হেনকালে ব্রজের ফিরিল বাহ্যজ্ঞান।
'গুরু কেন দণ্ড দেয় না বুঝি সন্ধান'।।
পাদুকা হস্তেতে ধরি করেন প্রহার।
ব্রজ বলে 'কি সার্থক জনম আমার।।
হইয়াছে গুরুসেবা যে ত্রুটী আমার।
প্রতিশোধে করে গুরু পাদুকা প্রহার।।
দণ্ড পরিমাণে তার বেদনা যে কম।
প্রহারে ভাঙ্গিল তার হাতের খড়ম'।।
ব্রজ কহে 'শিষ্য নহি আমি দুষ্ট ভণ্ড।
নৈলে কেন গুরু হেন করে গুরুদণ্ড।।
আমাকে মারিয়া গুরু হাতে পেল ব্যথা।
বুঝিতে না পারি আমি অপরাধ কোথা?
কি লাগিয়া গুরু মোর এমন বিমুখ?'
সে ব্রজনাথের মনে হৈল বড় দুঃখ।।
গুরু অপরাধী তার জীবনে কি ফল?
জীবন ত্যজিতে ব্রজ হইল চঞ্চল।।
মনোদুঃখে ধারা চক্ষে কাতর অন্তরে।
ধীরে ধীরে যায় ব্রজ *চকের ভিতরে।।
সেই চকে আছে এক হিজলীকা বৃক্ষ।
জনরব আছে গাছে রহে এক যক্ষ।।
একাকী পাইলে তা'রে করয় সংহার।
রাত্রে কেহ নাহি যায় দিনে লাগে ডর।।
আরো সেই গ্রামে ছিল শার্দ্দুলের ভয়।
দুরন্ত সদন্তবরা চকেতে ভ্রময়।।
হিজলীকা বৃক্ষমূলে ব্রজ বসে রয়।
নিশাকালে ব্যাঘ্র ডাকে ব্রজ ডাকে 'আয়'।।
শার্দ্দুল আসিয়া ব্রজনাথেরে ধরিল।
অঙ্গ-ঘ্রাণ লয়ে ব্যাঘ্র ফিরিয়া চলিল।।
দাঁতাল বরাহ আসে গন্ গন্ করি।
ব্রজ ডাকে 'আয়! আয়! বলে হরি হরি।।
শার্দ্দুল না মারে মোরে তুই মোরে মার।
গুরুত্যাগী দেহে মোর নাহি দরকার।।
শার্দ্দুল বরাহ এসে তরাসে পলায়।
ব্রজ ভাবে খা'ক্ ওরা তা'রা নাহি খায়।।
হিংসুক শার্দ্দুল বরা' হিংসা নাহি করে।
আশ্চর্য্য গণিয়া ব্রজ ভেবেছে অন্তরে।।
এবে বুঝি মৃত্যু নাই মৃত্যু আছে পাছে।
না জানি আমাতে গুরুর কোন কার্য্য আছে।।
তবে কেন মৃত্যু ইচ্ছা এ বড় প্রমাদ।
গুরু ঈশ্বরের কার্য্য কেন করি বাদ।।
আমাতে কি কার্য্য হবে তাঁর মনে আছে।
বাঁচিবার চেষ্টা করি উঠি গিয়া গাছে।।
মারে কি বাঁচায় তার মনে যাহা লয়।
শ্রীগুরুর দেহ কেন আমি করি লয়?
বৃক্ষোপরে উঠিল সে ভক্ত ব্রজনাথ।
দেখে এক মহামূর্ত্তি হইল সাক্ষাৎ।।
বলে "ব্রজা কেন এলি এই বৃক্ষোপর?

---

*চক—জঙ্গল।